

1001 inventions - The Enduring Legacy of Muslim Civilization অবলম্বনে



মুসলিম আবিষ্কার

মুসলিম সভ্যতার অনন্য গৌরবগাথা

প্রধান সম্পাদক

সালিম টি.এস. আল-হাস্সানী

অনুবাদ

ইমদাদ হোসেন



মুসলিম ভিলেজ
Muslim Village

সূচিপত্র

■ কিছু কথা ■ মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য অবদানের মানচিত্র

	১৩ প্রথম অধ্যায়: গল্পের সূচনা	সোনালি যুগ মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশের সময়ক্রম
	৩১ দ্বিতীয় অধ্যায়: গৃহ	কফি পানের দীর্ঘযাত্রা • অনন্য ভোজনরীতি • তিন বেলা খাবারগ্রহণ ঘড়ি • দাবা • সঙ্গীত • পরিচ্ছন্নতা • ট্রিক ডিভাইস দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরা • ফ্যাশন এবং স্টাইল • কার্পেট
	৬১ তৃতীয় অধ্যায়: বিদ্যালয়	বিদ্যালয় • বিশ্ববিদ্যালয় • বায়তুল হিকমা • গ্রন্থাগার ও বই বিপণন জ্ঞানের অনুবাদ • গণিত • ত্রিকোণমিতি • রসায়ন • বাণিজ্যিক রসায়ন জ্যামিতি • শিল্প এবং সর্পিল বস্তুর কারুকার্য [আরাবেস্ক] লিপিকার • কথা ক্ষমতা
	১০৯ চতুর্থ অধ্যায়: বাজার	কৃষি বিপ্লব • কৃষি ম্যানুয়েল • পানি ব্যবস্থাপনা • পানি সরবরাহ বাঁধ • বায়ুকল (উইন্ডমিল) • বাণিজ্য • বস্ত্রশিল্প (টেক্সটাইল) কাগজ • মৃৎশিল্প • কাচশিল্প • অলংকার • মুদ্রা
	১৫৩ পঞ্চম অধ্যায়: হাসপাতাল	হাসপাতালের ক্রমবিকাশ • পূর্ণতার উপকরণ সার্জারি • রক্ত সঞ্চালন • ইবনে সীনার হাড়ের জখম চিকিৎসা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নোটবই • ভ্যাকসিন • ভেষজ চিকিৎসা ফার্মাসি • চিকিৎসা জ্ঞান
	১৮৭ ষষ্ঠ অধ্যায়: নগর	নগর পরিকল্পনা • স্থাপত্যশিল্প • খিলান ধনুকাকৃতি ছাদ • গম্বুজ • মোচা-সদৃশ চূড়া • প্রভাবশালী ধ্যান-ধারণা দুর্গ এবং দুর্গে থাকা বৃহৎ টাওয়ার • স্নানাগার • তাঁবু শামিয়ানা ঢাকা দোকান থেকে কাচে ঘেরা কক্ষ • বাগান • ঝরনা
	২২৭ সপ্তম অধ্যায়: বিশ্ব	পৃথিবী গৃহ • ভূ-বিজ্ঞান • প্রাকৃতিক ঘটনা ভূগোল • মানচিত্র • পর্যটক এবং অভিযাত্রী • নৌচালন-বিদ্যা নৌ অভিযান • বৈশ্বিক যোগাযোগ যুদ্ধ এবং যুদ্ধাজ্ঞা • সমাজ বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি
	২৬৫ অষ্টম অধ্যায়: মহাবিশ্ব	জ্যোতির্বিজ্ঞান • মানমন্দির • জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র আল্ফারাব • আর্মিলারি গোলক • জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন চাঁদ • চাঁদের কলঙ্ক • নক্ষত্রপুঞ্জ • উড্ডয়ন
	৩০৩ তথ্য-নির্দেশিকা: জ্ঞানের ঐশ্বর্য	অতীতের ব্যক্তিবর্গ • ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা এক হাজার বছরের পাণ্ডিত্য • লেখক ও প্রবন্ধ আরও জানতে পড়ুন

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: পারসীয় পাণ্ডুলিপিতে দৃশ্যমান: শ্রেণিকক্ষে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে রত আছেন এক বিদ্বান।

মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য অবদানের মানচিত্র

সুদূর স্পেনের টলেডো থেকে আরব; ইন্দোনেশিয়া হয়ে চীন; দক্ষিণে একেবারে পূর্ব আফ্রিকা - তিনটি বৃহৎ মহাদেশ জুড়ে ছিল মুসলিম বিশ্ব তথা দারুল ইসলামের সীমানা। আব্বাসী শাসকদের অধীনে মুসলিম সভ্যতা তার চূড়ায় পৌঁছে ছিল। মধ্যপ্রাচ্য এবং স্পেনের শহরগুলি পরিণত হয়েছিল সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং জ্ঞানার্জনের বিশ্বকেন্দ্রে। সেখানের সহনশীলতা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ চিকিৎসা, প্রকৌশল, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং স্থাপত্যশিল্পে যুগান্তকারী অগ্রগতির দুর্বার সূচনা এনেছিল। এই অগ্রগতি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয়েছিল, তা নিম্নের মানচিত্রে দেখুন।



গথিক পাজরাকৃতি ছাদ (১০০০)

টলেডো ও কর্ডোবা মসজিদের পাজরাকৃতি ছাদ ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্বুদ্ধ করে রোমান ও গথিক স্থাপত্য রীতিতে সে ধরনের নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করতে।

সার্জারির উপকরণ

আয-যাহরাবী (৯৩৬-১০১৩)

অভিনয় উদ্ভাবনী সার্জন আয-যাহরাবী প্রায় দু'শরও অধিক সার্জিকাল যন্ত্রের প্রচলন করেন, যা চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দির হাসপাতালগুলোতেও এসব যন্ত্র সেকলে মনে হয় না।

ভ্রমণ

ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮/৭০)

আধুনিক হিসেবে ৪০-টিরও অধিক দেশে ইবনে বতুতা ২৯ বছরে ৭৫,০০০ মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করেন এবং রচনা করেন মধ্যযুগীয় বিশ্বের প্রথা ও রীতিনীতি সম্বলিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।



সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ভিত্তি

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)

ইবনে খালদুন মানব সমাজের উদ্ভাবন ও পতনের তত্ত্বকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বগুলোকে তিনি তার বিখ্যাত আল-মুকাদ্দিমা বা বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেন, যে গ্রন্থটি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

তিমবাকু



বিশ্ব মানচিত্র

আল-ইদরিসী (১০৯৯-১১৬৬)

সিসিলির নরমান রাজা দ্বিতীয় রজার একটি মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য আল-ইদরিসীকে নিযুক্ত করেন। তিনি ৭০-টি মানচিত্র সম্বলিত কিতাব রজার গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে দেখান যে, পৃথিবী গোলাকৃতির, যা মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে অতীত সাধারণ একটি ধারণা ছিল।

মস্কো



লন্ডন

প্যারিস

টলেডো

কর্ডোবা

গ্রানাডা

তিউনিস

সিসিলি

ইস্তাম্বুল

দিয়ারবাকির



দামেস্ক

জেরুজালেম

কায়রো

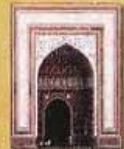
মস্কো

নাল আকৃতির খিলান (৭১৫)

ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মতো দেখতে এই খিলান সর্বপ্রথম দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটেনে এটা মুর-দের খিলান নামে পরিচিত এবং ভিক্টোরিয়ান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা পায়; এ ধরনের ডিজাইন রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশকাতে সাধারণত ব্যবহৃত হতো।

আন-নূরী হাসপাতাল (১১৫৬)

হাসপাতালগুলি সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতো। আন-নূরী ছিল সুবিশাল ও অত্যাধুনিক হাসপাতাল, যেখানে ঔষধ বিক্রেতা, নাপিত, অর্পেপিডিক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকগণের সবাই সর্বোচ্চ মানের সেবা দিচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিতের জন্য 'বাজার পরিদর্শকগণ' তাদের পরিদর্শন করতো।



রক্ত সঞ্চালন

ইবনে আন-নাফীস (১২১০-১২৮৮)

মিশরের ইবনে আন-নাফীসই প্রথম শিরার রক্তের ফুসফুসীয় সঞ্চালনের বর্ণনা দেন, যা নিলয় নামক হৃদপিণ্ডের ফাঁপা অংশের মধ্য দিয়ে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস অতিক্রম করে এবং অক্সিজেনসমৃদ্ধ ও ধমনীবাহিত রক্তে পরিণত হয়। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে দেয়া হয়।

সূচ্য খিলান

(নবম শতাব্দি)

গথিক স্থাপত্য শৈলীর ভিত্তি সূচ্য খিলানের ধারণা ইউরোপে প্রবেশ করে সিসিলির আমালফি বণিকদের মাধ্যমে। এটা ছিল মিশরের কায়রো শহরে অবস্থিত চমৎকার ইবনে তুলুন মসজিদের স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণ। রোমান খিলানের সমস্যা সমাধানে এটা ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদদের সক্ষম করে।

ক্যামেরা অবফিউরা

ইবনুল হাইছাম (৯৬৫-১০৩৯)

অন্ধকার কক্ষে (আরবীতে কামারা) ইবনুল হাইছাম লক্ষ্য করেন যে, জানালার শাটারগুলির ছোট ছিদ্র দিয়ে আসা আলো বিপরীত পাশে থাকা দেয়ালের উল্টো ছবি তৈরি করে। সেদিনের এই পিনহোল ক্যামেরাই আজকের ক্যামেরার পথিকৃৎ।

দুর্গ (১২শ শতাব্দি)

সিরিয়া ও জেরুজালেমের দুর্গগুলির দুর্বল ডিজাইন পশ্চিমা দেশগুলোতে অনুসৃত হয়, যাতে বৃষ্টির টাওয়ার, তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ফাঁক, রক্ষণশীল, গরম জল বা ভারী পাথর নিক্ষেপের রক্ষণ পাঁচিল, নিরাপত্তা পাঁচিল, তীর চালানোর ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মোঘাসা



পানি-উত্তোলনের যন্ত্র

আল-জযারী (১৩শ শতাব্দির শুরু দিক)
আল-জযারীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে: ক্র্যাংক (crank) এবং সংযুক্ত রড সিস্টেম, যা চক্রাকার গতিকে সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তরিত করে। তার এই যন্ত্র শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলনে সক্ষম ছিল।



রসায়ন (৭২২-৮১৫)

এই সময় নানা রাসায়নিক উপকরণ ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধি ঘটে, যার উপর দাঁড়িয়েছে আছে আজকের রসায়ন। জাবির ইবনে হাইয়ান কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ এসিড আবিষ্কার করেন, যেমন: সালফিউরিক, নাইট্রিক ও নাইট্রোমিউরটিক এসিড। অন্যদিকে আর-রাযী অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণের পাশাপাশি ধাতু গলানো ও পাতন যন্ত্রের ন্যায় ২০-টিরও বেশি যন্ত্রের ডিজাইন তৈরি করেন।



ট্রিক ডিভাইস (৯ম শতাব্দি)

তুখোড় গণিতজ্ঞ বনী মুসার তিন ভাই গ্রিক বৈজ্ঞানিক লেখনীগুলো অনুবাদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন; এর পাশাপাশি তারা অবিখ্যাস্য রকমের কিছু ট্রিক ডিভাইস উদ্ভাবন করেন, যেগুলো কারো কারো মতে আজকের দিনের দামি খেলনার পূর্বরূপ ছিল।

বায়তুল হিকমা (৮ম - ১৪শ শতাব্দি)

সুবিশাল এই বৈজ্ঞানিক একাডেমি ছিল চার প্রজন্মের খলীফাদের উদ্ভাবন, যারা শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিতদের একত্র করেছিল। এটা শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, যেখানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক অতুলনীয় সঞ্চারের স্থাপ গড়ে উঠে এবং সমৃদ্ধ হয়।



কাবুল

খাওয়ারিয়াম

বাগদাদ

কুফা

দিল্লি

পাটনা

ক্যান্টন

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

আল-জেবরা (বীজগণিত) আল-খাওয়ারিয়মী (৭৮০-৮৫০)

আল-খাওয়ারিয়মীর হাত ধরেই আল-জেবরা তথা বীজগণিতের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে এর আরও বিকাশ ঘটে, যা আজও ব্যবহৃত হয়।



শ্যাম্পু

শেক দীন মুহাম্মদ (১৮শ শতাব্দি)

ভারতের পাটনার শেক দীন মুহাম্মদ ব্রিটেনের ব্রিগটনে প্রথম শ্যাম্পু ব্যবহারের প্রবর্তন করেন, যিনি রাজা চতুর্থ জর্জ এবং রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের 'শ্যাম্পু সার্জন' ছিলেন।

কফি (৮ম শতাব্দি)

ছাগলপালের রাখাল খালিদ লক্ষ্য করে যে, তার অস্থির প্রাণিগুলি লাল বরই খেয়ে নিচ্ছে। এখানেই আরবী পানীয় কাহওয়ার সূচনা। পনেরশ শতাব্দিতে মুসলিম বিশ্বে কাহওয়া পানের প্রচলন হয়। তারপর বণিকদের মাধ্যমে ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।



৭ম শতাব্দি থেকে শুরু করে মুসলিম সভ্যতা যেসব ভূমিতে পরিব্যাপ্ত ছিল।



ক্রিস্টলজি (সাংকেতিক বার্তা) আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল শনাক্তকারীগণ কোড ভাঙার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সে ব্যাপারে বহু শাস্ত্রে পারদর্শী বাগদাদের আল-কিন্দীই প্রথম কলম ধরেছিলেন, যখন তিনি ফ্রিকুয়েন্সি প্যারামিটারের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনিই ক্রিপ্টোগ্রাফির ভিত্তি স্থাপন করেন।

পাতন

জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২-৮১৫)

চোলাই পাতনযন্ত্র ব্যবহার করে জাবির ইবনে হাইয়ান পাতন প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দান করেন, যেটা আজকের দিনেও ব্যবহৃত হয়। মুসলিম বিশ্ব চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য গোলাপজল, গন্ধসার তৈল এবং নিখাদ অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। প্রাস্টিক থেকে শুরু করে গাড়ির তেল পর্যন্ত বহু পণ্যই আমরা আজকের দিনে পাতনের বদৌলতে পাচ্ছি।



প্রথম অধ্যায়

“সত্যকে মূল্যায়ন করা এবং সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জিত হলে চলবে না, এমনকি তা যদি দূরের কোনো গোষ্ঠী বা আমাদের চেয়ে ভিন্ন কোনো জাতিরও হয়ে থাকে।”

– আল-কিন্দী, ৯ম শতাব্দির মুসলিম পণ্ডিত



গল্পের সূচনা

সোনালি যুগ – মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশের সময়ক্রম

প্রাচীন রোমের পতনের পর কেটে যায় শতাব্দির পর শতাব্দি। পশ্চিম ইউরোপে বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি তখন একেবারে ছবির। অন্যদিকে ৭ম শতাব্দি থেকে সতেজভাবে বেড়ে উঠতে থাকে উদ্ভাবনের এক সোনালি যুগ। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার এ সোনালি সময় চলতে থাকে ১৬শ শতাব্দি পর্যন্ত।

হ্যাঁ – এটা মুসলিম সভ্যতারই কথা।

সৃজনশীলতার এই সময়ে মুসলিম বিশ্বে থাকা নানান বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিদ্বানেরা প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, চীন, ভারত, গ্রিক ও রোমানদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নতুনভাবে নির্মাণ করতে থাকে এবং একে একে উপহার দিতে থাকে অভূতপূর্ব সব সাফল্য, যা ইউরোপীয় রেনেসাঁর পথ দারুণভাবে মসৃণ করেছিল।

গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক, স্থাপত্যবিদ, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিল্পী, কারিগর, ইতিহাসবিদ, ভূবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ – অতীতের মহান পুরুষ ও নারীগণ সমাজ এবং মানবতার জন্য উপকারী অবদান রেখে নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উদারচিন্তেই তারা এমনটি করেছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রেই তারা ভিন্নতর বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও পরিবেশের মানুষদের সাথে সহযোগিতা বজায় রেখেছিলেন।

মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগের প্রতিভাধর নারী ও পুরুষদের গল্প এখন আপনি উন্মোচন করতে পারবেন এবং তাদের উদ্ভাবনগুলো কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে আজকের রূপ দিয়েছে, তা আবিষ্কার করতে পারবেন।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: ১৩শ শতাব্দিতে আল-জাযারী কর্তৃক নির্মিত
জলচালিত হাতি-ঘড়ির একটি নতুন সংস্করণ।

বায়তুল হিকমা বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ

বাগদাদের বিশ্বমানের একাডেমি, যা দূর-দূরান্তের বিদ্বানদের আকৃষ্ট করেছিল
উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: বীজগণিতে বিশেষ অবদান; চিকিৎসা, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থাদির অনুবাদ।

স্থান: বাগদাদ, ইরাক

তারিখ: ৯ম শতাব্দির গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত

প্রধান ব্যক্তিত্ব: খলীফা আল-মামুন, যিনি তার পিতার গড়া প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যান

এক হাজার বছর আগে বাগদাদ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও ধনী শহরগুলোর একটি। কিন্তু এর সম্পদ অর্থের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। দুই শতাব্দিরও বেশী সময় ধরে এটা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবাসস্থল; এটা ছিল দুনিয়ার দূর-দূরান্তের বিদ্বানদের আকর্ষণকারী এক প্রতিষ্ঠান। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে প্রাণিবিদ্যা – এই প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম সভ্যতার গবেষণা, চিন্তা এবং বিতর্কের প্রধান কেন্দ্র – এক কথায় তৎকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ।

এই একাডেমিতে পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রের বিশাল সংগ্রহশালার গ্রন্থাদি থেকে সহায়তা নিতে পারতেন। যেই খলীফাগণ এই জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা এখানে বিশ্বমানের এক গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন করেন, যেখানে বহু প্রাচীন সভ্যতার লিখিত পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শাসন করা খলীফা হারুন উর-রশিদ তার পিতা ও দাদার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো দিয়ে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিন যুগ অতিবাহিত হতে না হতেই সংগ্রহশালাটি এতটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, তার পুত্র খলীফা আল-মামুন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য এই গৃহকে সম্প্রসারিত করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও অসংখ্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন, যেন আরও অধিক সংখ্যক পণ্ডিতগণ তাদের গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন। ৮২৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বায়তুল হিকমাতে আরবী, ফারসি, আরামায়িক, গ্রিকসহ নানা ভাষা বলা ও পড়া হতো। দক্ষ পণ্ডিতগণ প্রাচীন লেখাগুলো আরবীতে অনুবাদের জন্য কাজ করে যেতেন, যেন বিদ্বানগণ সেগুলো উপলব্ধি ও সমালোচনার পাশাপাশি সেগুলোর উপর নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক সৌধ নির্মাণ করতে পারে। একাডেমির শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষির মাঝে আল-কিন্দী একজন, যিনি এরিস্টটলের অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন, অন্যদিকে হুনাইন ইবনে ইসহাক হিপোক্রেটাসের অনুবাদে নিয়োজিত ছিলেন। বায়তুল হিকমার গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে খলীফা

আল-মামুন অনুবাদক ও পণ্ডিতদের উৎসাহিত করতেন এবং এমনটি বলতে শোনা যায় যে, প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থের জন্য তিনি ওই গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করতেন।

জ্ঞানের এই সফল স্থানান্তর পরবর্তীতে ১২শ শতাব্দির স্পেনে প্রতিফলিত হয়। ওই সময় টলেডো ছিল আরেকটি বিশাল অনুবাদ প্রচেষ্টার প্রধান কেন্দ্র – কিন্তু এই সময় ছিল আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের কাল। আরবী গ্রন্থাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রিক লেখনীগুলো সবার সম্মুখে আসে এবং খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিম পণ্ডিতগণ শহরটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সমাবেত হতে থাকেন। একত্রে তারা প্রাচীন গ্রিসের লেখনীগুলো ও



টেলিভিশন উপস্থাপক আমানি যেইন বিবিসি'র *What the Ancients Did for Us: The Islamic World* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে বলেন, “আল-হামরার দৃষ্টিনন্দন এই জগৎলো প্রকৃতপক্ষে তেল ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু খলীফাদের প্রাসাদে এই পাত্রগুলোর নকশা এক অনন্য সুন্দর আভা ধারণ করতো। যারা এগুলো দেখতো, তারা ধরেই নিতো যে, এগুলো নিশ্চিতভাবে কোনো না কোনো মূল্যবান ধাতুর তৈরি।”

মুসলিম মৃৎশিল্প

“চীনা মৃৎশিল্পীদের সাথে সাথে আরব বিশ্বের মৃৎশিল্পীগণ এমনকিছ অনন্য সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎসামগ্রী তৈরিতে সম্পৃক্ত ছিলেন, যেগুলো গোটা মধ্যযুগে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। আরবের এসব পণ্য যখন পশ্চিমা খ্রিস্টান এলাকাতে পৌঁছে, তখন সেগুলোর মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তা বিলাসী সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।”

– ইংল্যান্ডের ক্যান্টারবারির লংমার্কেটে পরিচালিত খননকার্যে পাওয়া ইসলামী মৃৎসামগ্রী নিয়ে খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ জন কটারের বিবরণ



উত্তর আফ্রিকার বাজারের
একটি স্টলে মৃৎসামগ্রী
প্রদর্শিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য পাত্রের প্রয়োজন ছিল এবং স্পেনে এ ধরনের পাত্রের মাঝে ক্বাদুস নামের পাত্রটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। পাত্রটি জলচালিত চাকা নাউরগুলোতে পানি বহনে ব্যবহৃত হতো, এই বিভাগের পানি সরবরাহ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত তথ্য পাবেন। এই সম্প্রতি টিন এটার জায়গা দখলের আগ পর্যন্ত চকচকহীন ব্যবহার্য পাত্র হিসেবে এর কদর ছিল সার্বজনীন এবং এটা ছিল গ্রামীণ মৃৎশিল্পের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

“আরবরা এমন কৌশল উদ্ভাবন করে, যা
মাটির পাত্রকে দেয় শিল্পের মর্যাদা।”

– *What the Ancients Did for Us:*
The Islamic World শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে
উজ্জ্বলকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবিসি'র
উপস্থাপক আমানি যেইনের মন্তব্য

পানি বহনের প্রয়োজনীয় পাত্র তৈরির সাথে সাথে স্পেনের মুসলিমরা ১২শ শতাব্দির গোড়ার দিকে টাইলস ও আজুলিজসের মাধ্যমে বাইযান্টিন মোজাইকের বাজার দখল করে নেয়। নীল-সাদার এসব চমৎকার টাইলস জ্যামিতিক, লতাগুলা ও ক্যালিগ্রাফির নকশা দিয়ে সজ্জিত থাকতো। চকচকে চিত্রযুক্ত চীনা মাটির এসব টাইলস আজও মালাগাতে জনপ্রিয়। আমরা জানি, কোবাল্ট অক্সাইডের নীল আভা দিয়ে সজ্জিত আজুলিজস প্রাচ্য থেকে মালাগাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকেই এটা ছড়িয়ে পড়ে মুরসিয়া হয়ে ১৪শ শতাব্দির শুরুর দিকের খ্রিস্টান স্পেন ও ভ্যালেন্সিয়াতে, অতঃপর তা বার্সেলোনাতে পৌঁছায়।

মঙ্গোল আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসা কারিগররা কোনিয়া শহরে জড়ো হয়, যার বদৌলতে মৃৎশিল্পে তুরস্ক পরিণত হয় সমৃদ্ধ এক কেন্দ্রে। ১৪শ শতাব্দির শুরুর দিকের কোনিয়া সালতানাতের পতন আনাতোলিয়ার সিরামিক উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসে, কিন্তু অটোমান তুর্করা যখন ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে বুসরাকে তাদের রাজধানী বানায়, তখন এই সিরামিক

শিল্প এক চমৎকার নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করে। সিরামিকের টাইলসে সজ্জিত ভবন নিয়ে শহরটি আবার নতুনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

উৎপাদনের দিক দিয়ে বুসরার চেয়েও ইয়নিক শহর অধিক কর্মব্যস্ত ছিল এবং এটাই ছিল এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ১৪শ শতাব্দির শেষ হতে প্রায় দুই শতাব্দি পর্যন্ত এ শিল্প ব্যাপকহারে বিকশিত হয়। সাধারণ একটি ইয়নিক সজ্জা অঙ্কন করা হতো অর্ধতরল কাদামাটির উপর কোবাল্টের নীল, সবুজাভ নীল রঙ ও (কপারের) সবুজের মাঝে এবং

ষষ্ঠ অধ্যায়

“আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ... এমন বাগানের – যার তলদেশ দিয়ে বয়ে
চলে নদী এবং সেখানে থাকবে মুমিনগণ চিরকাল; (এবং তাঁর আরও
প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে) অমরত্বের বাগানে থাকা পবিত্র উদ্যানের।”

– কুরআন (৯:৭২)



নগর

নগর পরিকল্পনা • স্থাপত্যশিল্প • খিলান
ধনুকাকৃতি ছাদ • গম্বুজ • মোচা-সদৃশ চূড়া • প্রভাবশালী ধ্যান-ধারণা
দুর্গ এবং দুর্গে থাকা বৃহৎ টাওয়ার • স্নানাগার • তাঁবু
শামিয়ানা ঢাকা দোকান থেকে কাচে ঘেরা কক্ষ • বাগান • বরনা

৯ম ও ১০ম শতাব্দির স্পেনের কর্ডোবা এবং ইরাকের বাগদাদের শহুরে জীবন ছিল আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় ঘেরা। এটা ছিল উন্নতির চরমে পৌঁছা সভ্যতার এক নমুনা, যেখানে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা ছিল এবং সেইসাথে শহরবাসীদের জীবনকে সহজ ও আনন্দময় করে তোলার জন্য ইটের আস্তরণে বাঁধা রাস্তার দু'ধারে ছিল সারিসারি স্নানাগার, বই বিপণী এবং গ্রন্থাগার। দুই চাকার গাধার গাড়ি করে প্রতিনিয়ত ময়লা ও আবর্জনা সংগ্রহ করা হতো এবং কোথাও কোথাও ছিল ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশণ সুবিধা।

দু'ধারে উন্মুক্ত প্রধান সড়ক, তার থেকে কিছুটা দূরত্বে আছে সংকীর্ণ রাস্তা, রাস্তাগুলো বাতাস আর ছায়ায় ঘেরা, এরপর এ রাস্তাগুলো গিয়ে মিশেছে প্রধান সড়কে, ওদিকে এলাকার মসজিদ থেকে আযান শোনা যায়, এমন দূরত্বে ছিল বাড়িগুলো – এভাবে রাস্তা ও বাড়ির সমন্বয়ে গড়ে উঠা পাড়া ও মহল্লাগুলো বেশ শান্ত ও নিরিবিলি ছিল। ব্যবসা ও কারবারগুলো ছিল প্রধান সড়ক ও গণচত্বর কেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় বাগানগুলো জাল্লাতের কুরআনী বর্ণনার আলোকে সাজানো হতো এবং সেগুলো ছিল মনোযোগ ও পরিচর্যার আকর্ষণ বিন্দু। সময়ের অতীতে ফিরে গেলে দেখা যাবে, নদী থেকে বিশালাকার জল-উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে আবাদি জমি ও শহরগুলোতে পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। স্পেনের গ্রানাডাতে অবস্থিত আল-হামরা প্রাসাদের বরনা আজও মুসলিম প্রকৌশলীদের উদ্ভাবিত ৬৫০ বছরের পুরোনো জল-ব্যবস্থা ব্যবহার করে যাচ্ছে।

স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতির বদৌলতে আমরা ওই সময় মুসলিম সভ্যতাতে নির্মিত হতে দেখি বিশালাকার মসজিদ এবং পাহাড়ের ফাটলে গড়ে উঠা বিস্তৃত সেতুর অবকাঠামো। গম্বুজ ও মিনারগুলো দিগন্তজুড়ে রাজ করতে শুরু করে এবং এগুলো খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের এতটাই মোহগ্রস্থ করে যে, তারা এসবের নকশা, এমনকি মুসলিম স্থাপত্যশিল্পীদের সাথে করে ইউরোপে নিয়ে যায়, যেন এগুলোর সাহায্যে ইউরোপের রোমান স্থাপত্য কর্মগুলোতে সমৃদ্ধি ও নতুনত্বের ছোঁয়া আনা যায়।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: হুনেরনামা নামের এই ১৬শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে

ইসলামুলের তোপকাপি প্রাসাদের লোকজনের দৈনন্দিন চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

০২ ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা

বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত রয়েছেন, যুগান্তকারী কীর্তি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অসামান্য অবদানের জন্য যারা চিরস্মরণীয়। কালানুক্রমে আমরা ওইসব পণ্ডিতের একটি তালিকা নিচে দিয়েছি, যারা তাদের সময়ের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন – বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী – এবং যারা প্রভাবিত হয়েছেন মুসলিম মনীষীদের দ্বারা।

রজার বেকন (১২১৪ - ১২৯২)

পশ্চিমা ইউরোপে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক এই অক্সফোর্ড পণ্ডিত স্পেনের মুরদের থেকে শিক্ষা লাভ করা ছাত্রদের থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। তিনি আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং আরবী ভাষাজ্ঞান ও আরবীয় বিজ্ঞান যে তৎকালে সত্যিকার জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দরজা, সে ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে কখনোই ক্লান্তি বোধ করেননি।



বেকন তার রচিত *Opus Maius* গ্রন্থের আলোকবিজ্ঞান বা অপটিক্স অধ্যায়ের প্রায় প্রতি পদে হয় ইবনুল হাইছামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, না হয় তাকে ইশারা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অংশের ভিত্তি, বিশেষভাবে দৃষ্টিশক্তির অনুপ্রবেশ তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকু ইবনুল হাইছামের প্রাপ্ত অনুসন্ধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা পরীক্ষা বা গবেষণা নির্ভর পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন ইবনুল হাইছাম, আর বেকন এটাকেই লুফে নিয়েছিলেন।

আল-কিন্দী ছিলেন বেকনের অনুপ্রেরণার আরেকটি উৎস। রশ্মিবিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক আলোকবিজ্ঞানের উপর আল-কিন্দীর লেখা দুটো গ্রন্থ এই ইংরেজ ব্যক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

ইবনে ফিরনাসের উড্ডয়ন যন্ত্র দ্বারা অনুপাণিত হয়েই বেকন তার *ornithopter* বা উড্ডয়ন যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, যার বিবরণ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তার লেখা *De Mirabili Potestate Artis et Naturae* (শিল্প ও প্রকৃতির বিস্ময়কর ক্ষমতা) নামক পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। এটা সুবিদিত যে, বেকন তার শিক্ষা জীবন পার করেছেন আব্বাস ইবনে ফিরনাসের জন্মভূমি কর্ডোবায়।

গানপাউডার বা বারুদ নিয়ে বেকনের লেখাগুলো মুসলিম উৎস এবং *Liber Ignium of Marcus Graecus* নামক লাতিন গ্রন্থের উপর ভিত্তিশীল। পরবর্তীতে স্প্যানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া এসব আরবী গ্রন্থের সাহায্যে তিনি বারুদের বিভিন্ন রেসেপি উন্নয়নে দারুণভাবে সফল হন।

আরবী গ্রন্থগুলোর লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে রজার বেকন মুসলিম রসায়নের সাথে পরিচিত হন এবং তিনি আলকেমির গুরুত্ব ও তার রূপান্তরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার প্রধান পথপ্রদর্শক ছিল ইবনে সীনার আল-কানুন, যার নমুনা আমরা তার গ্রন্থে এটার অসংখ্য উদ্ধৃতি ও উল্লেখ থেকে দেখতে পাই।

বেকনের চিন্তা জগতে যা ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল এবং যা তাকে তার পশ্চিমা সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করেছিল, তা হচ্ছে: পশ্চিমে রাফিস নামে পরিচিত ৯ম শতাব্দির যাকারিয়া আর-রাযীর লেখা “সিরকুল আসরার” (রহস্যের রহস্য) নামের গ্রন্থ। লাতিন ভাষায় এটা *Secretum Secretorum* নামে পরিচিত।

زمانے کے انداز بدلے گئے
نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے

যুগের আন্দাজ বদলে গেছে
সুরের নয়া ঝংকারে বাজনাও বদলে গেছে

خرد کو غلامی سے آزاد کر
جوانوں کو پیروں کا استاد کر

গোলামীর শিকল খুলে দাও তারুণ্যের গলা থেকে
প্রাচীন-বুড়োদের দীক্ষাগুরু বানাও তারুণদের-কে
[বাল-এ জিবরীল - সাক্ষীনামা]

৭ম থেকে সপ্তদশ শতাব্দি পর্যন্ত দুনিয়া উপভোগ করেছে
নতুনকে জানার অদম্য আগ্রহ, স্বপ্ন ও কর্মে বিভোড় সভ্যতার
এক সোনালি যুগ। সমৃদ্ধ হয়েছে ধরনী, দিয়েছে পশ্চিমা
রেনেসাঁর অন্যতম জ্বালানী।

“১০০১ মুসলিম আবিষ্কার” গ্রন্থে পাবেন দুনিয়া রাজ করা মুসলিম
সভ্যতার এক সোনালি অধ্যায়ের সচিত্র বিবরণী, যার প্রতি পৃষ্ঠার
পাবেন সৃজনশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্যের নিদর্শন।

সৃজনশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্যের দিকে যে মানুষটি মুসলিমদের
বারবার আহ্বান করে গেছেন, সেই মহামানব আল্লামা মুহাম্মদ
ইকবালের জন্য “১০০১ মুসলিম আবিষ্কার” নিবেদিত।

কর্তোতা
মমজিদে
নামাযত
ইকবাল



সৃজনশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ইকবালের এই আহ্বানে লীন
হয়ে হারিয়ে যান ১০০১ মুসলিম বিশ্বের দুনিয়ায়, ইনশাআল্লাহ
বেরিয়ে আসবেন ভিন্ন এক রোমাঞ্চে।

www.muslimvillagebd.com



ইমদাদ হোসেন
অনুবাদ, সম্পাদক এবং লেখক

লেখালেখির শুরু শেখের বসে। সেখান থেকে একটু একটু করে
শেখা এবং নিজেকে আরও দক্ষ করার মানসে আজন্ম ছাড়ে
পরিণত হওয়া।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ চলার সময় থেকেই বিভিন্ন
বইয়ের অনুবাদ হাত দেয়া এবং সে সুবাদে বেশকিছু অনুবাদ
পাণ্ডুলিপি তৈরি হয় সে সময়। পাশাপাশি মুফতি জাহিদুল হক
আযহারীর নিকট থেকে আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানের জগতে
পদচারণার সূচনা এবং সেই থেকে চলছে শিক্ষানবিশ হয়ে নিজেকে
ইসলামের একাডেমিক ময়দানে আরও দক্ষ করার বিন্দু প্রয়াস।

এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই - যার সবই অনুবাদ।
এসব অনুবাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য:

- মোটিভেশনাল মোমেন্টস-১ [মুফতি ইসমাইল মেনক]
- মোটিভেশনাল মোমেন্টস-২ [মুফতি ইসমাইল মেনক]
- নবীদের দু'আ [উজ্জাদ নুমান আলি খান]

রিক্লেইম ইউর হার্ট বইটির অনুবাদে হাত দিয়ে শেখা হয়েছে
অনেক কিছু। এই কাজগুলো অনুবাদ অভিজ্ঞতাকে দিয়েছে
গতিশীলতা।

“১০০১ মুসলিম আবিষ্কার” বইটি শেখার ধারাবাহিকতায় আরেক
সংযোজন; নতুন স্বপ্ন এবং নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ সুবাহানাহ ওয়া তাআলা করুল করে নিক এ স্বপ্ন এবং নতুন
ভাবনার দৃষ্টান্ত। আমিন।

আমার ওয়েবসাইট: emdadhosien.com





১২শ শতাব্দিতে আঁকা আল-ইদরিসীর মানচিত্র,
যেখানে প্রথমবারের মতো অধিকাংশ ইউরোপ,
এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা চিত্রিত হয়েছে।

একবার কল্পনা করুন তো – টাইম ট্রাভেল করে আপনি পৌঁছে গেছেন ৭ম শতাব্দিতে। চ্যালেঞ্জিং এ যাত্রায় আপনি কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরণের কালো মেঘে আচ্ছন্ন একটি মহাদেশের দেখা পাবেন।

বিশ্বাস না হলেও এটাই – ইউরোপ। হতাশ না হয়ে স্পেন অভিমুখে যাত্রা করুন, হতাশা কেটে যাবে।

হ্যাঁ, যেমনটি বলেছি – হতাশা তো দূর হয়েছে উল্টো সৃজনশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন চিন্তায় আলোকিত মানুষদের দেখে আপনি হয়তো ভাবছেন – এ আবার কোন জগৎ? কেউ আমাকে মায়ার জগতে নিয়ে আসেনি তো?

ঠিক ধরেছেন – এটা মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগ, যা ৭ম শতাব্দী থেকে ক্রমশ সামনে বেড়েছে এবং মানবজাতিকে দিয়েছে উদ্ভাবনের নয়া সম্ভার। আজ পর্যন্ত আধুনিক সভ্যতাতে যে উন্নতি হয়েছে, তার ভিত ও বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণে মুসলিম সোনালি যুগের ছিল প্রত্যক্ষ অবদান।

“১০০১ মুসলিম আবিষ্কার” নামের টাইম মেশিনে করে বেশ ভাল অভিজ্ঞতা জমা করেছেন, এবার আপনার তা ছড়িয়ে দেয়ার পালা; অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করার পালা দূরের ও কাছের – সবার মাঝে।

- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একদল গবেষকের গবেষণার ফসল এ বই এবং বইটির প্রতিটি তথ্যই যাচাইকৃত।
- ৩০০-এর অধিক চোখধাঁধানো রঙিন চিত্র।
- মুসলিম মনীষীদের যুগান্তকারী অবদানের সমন্বয়ে বানানো চমৎকার মানচিত্র।
- ৭ম থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য অবদানের সচিত্র সময়ক্রম।
- চমৎকার অলঙ্করণ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ আপনাকে নিয়ে যাবে সৃজনশীলতার এক জগতে, যা আপনার মনোরাজ্যে নিয়ে আসবে নয়া আলো – ইনশাআল্লাহ।



মুসলিম ভিলেজ
Muslim Village

www.muslimvillagebd.com

